আইইউবিএটি'র "কমপিউটার সেন্টার পরিচালনা" শীর্ষক সেমিনার, একটা সময়পোযোগী প্রয়াস

কামাল আরসালান

দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে, সরকারের বিভিন্ন অফিসে ও এনজিও অফিসগুলোতে উৎপাদন, হিসাব তথ্য সংরক্ষণের কাজসহ প্রায় সবকর্মকাণ্ডেই এখন কমপিউটারের ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে কমপিউটারসহ অন্যান্য পেরিফেরাল যেমন প্রিন্টার, সার্ভার, ওয়ার্কষ্টেশন, নেটওয়ার্কিং ডিভাইস ইত্যাদির সাথে বিভিন্ন ধরনের অপারেটিং সিস্টেম ও সফটওয়্যারের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ার সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে বিভিন্ন কমপিউটার-সফটওয়্যার কুশলীদের সংখ্যাও। এর ফলে বড় প্রতিষ্ঠানগুলো কমপিউটারায়নের জন্য শুধু কমপিউটার সামগ্রী সংগ্রহ করেই থেমে থাকতে পারেনি। তাদের অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনের মতো কমপিউটার সেন্টার বা বিভাগ নামে একটি স্বতন্ত্র কেন্দ্র খুলতে হয়েছে।

বর্তমানে একটা আধুনিক প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি মূলত নির্ভর করছে কমপিউটার সেন্টারের উপরই। কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক মণ্ডলীকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এই বিভাগ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর উপরই নির্ভর করতে হচ্ছে। তাই কমপিউটার সেন্টারের গুরুত্ব বেড়েই চলেছে।

কোন প্রতিষ্ঠানের কমপিউটার সেন্টারের মূল লক্ষ্য হল ঐ সেন্টারের হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, তথ্য ও কুশলীদের সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার মাধ্যমে পরিচালক বোর্ডকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রয়োজনের মুহূর্তে পৌছে দেওয়া। যে প্রতিষ্ঠানের কমপিউটার সেন্টারকে যত ভালভাবে ম্যানেজ বা পরিচালিত করা হবে সেই প্রতিষ্ঠানটি তত দ্রুত সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় দেশে কমপিউটারের ব্যবহার ও সেই সাথে কমপিউটার সেন্টারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও অধিকাংশ কমপিউটার সেন্টার বিশেষ করে সরকারী অফিসগুলোর কমপিউটার সেন্টারগুলো দক্ষ পরিচালনার অভাবে আশানুরূপ কাজ করছে না। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কমপিউটারায়নের কাজ ব্যহত হচ্ছে। দেশের কমপিউটার সেন্টারগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সেন্টারগুলোর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য অবিলম্বে বিশেষ ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

দেশের কমপিউটারায়নের এই সমস্যা লক্ষ্য করে সম্প্রতি ঢাকার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস, এগ্রিকালচার এণ্ড টেকনোলজি (আইইউবিএটি) সম্প্রতি একটা প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছিল।

৩ আগষ্ট আইইউবিএটি এর উদ্যোগে স্থানীয় একটি হোটেলে "কমপিউটার সেন্টার পরিচালনা (Managing a computer center)" শীর্ষক একটি দিনব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের মূল লক্ষ্য ছিল একটি আধুনিক কমপিউটার সেন্টারের পরিচালনায় যে সব বিষয়ের দিকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন সেগুলোর পর্যালোচনা, দেশের কমপিউটার সেন্টারগুলোর সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান দেওয়া এবং কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে কমপিউটারের সুষ্ঠু সমন্বয় করার পরামর্শ দেওয়া।

সেমিনার কর্তৃপক্ষ ২০ জন পর্যন্ত যোগদানকারীর ব্যবস্থা করলেও উৎসাহী যোগদানকারীদের চাপের মুখে এই সংখ্যা বাড়াতে বাধ্য হন। বিভিন্ন মন্ত্রনালয়, ব্যাঙ্ক, সেক্টর কর্পোরেশন, এনজিও, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ থেকে ২৮ জন সিনিয়র ও মিড-লেভেল কর্মকর্তা ঐ সেমিনারে যোগ দেন। সেমিনারটি উদ্বোধন করেন আইইউবিএটির ভিসি আলীমুল্লা মিয়ান।

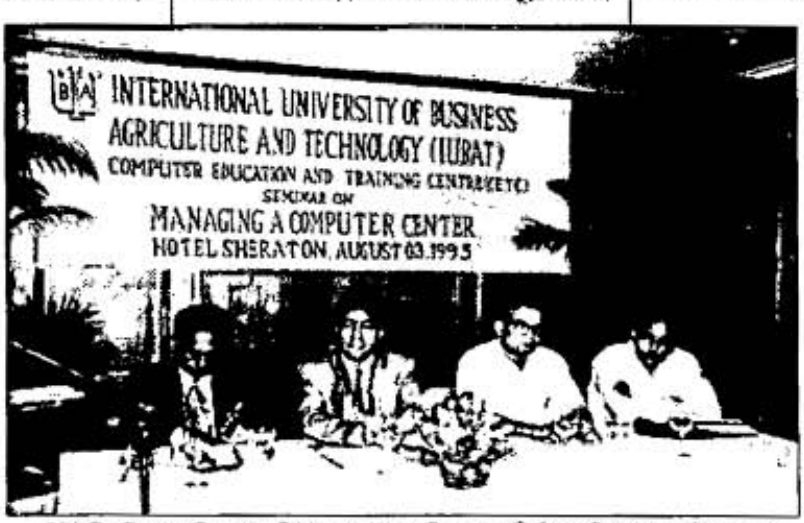

আইইউবিএটি আয়োজিত "কমপিউটার সেন্টার পরিচালনা" শীর্ষক সেমিনারে (বা দিক থেকে) আইইউবিএটি এর ভিসি ডঃ আলীমুল্লা মিয়ান, প্রধান অতিথি শিল্প-প্রতিমন্ত্রী লুৎফর রহমান খান ও ঐ প্রতিষ্ঠানের ফ্যাকাল্টি মেম্বারদ্বয়।

সেমিনারে যোগদানকারীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিমানের জিএম ক্যাপ্টেন আবু নাসের, অগ্রণী ব্যাংকের এজি-এম মঈনুদ্দিন আহমেদ ও জনতা ব্যাঙ্কের জিএম মোহাম্মদ হাসান।

মূল সেমিনারটি তিনটি সেশনে অনুষ্ঠিত হয় এবং ৫টি টপিকের উপর নিবন্ধ পাঠ করা হয়। প্রথম সেশনে ডঃ আলীমুল্লা মিয়ান-এর স্বাগত ভাষণের পর জনতা ব্যাঙ্কের কমপিউটার ডিভিশনের উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ কমপিউটার সোসাইটির প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আনিসুর রহমান সাহেব বাংলাদেশে কমপিউটারায়নের এক সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরেন এবং ম্যানেজমেন্ট ও অর্থনীতিতে এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে উল্লেখ করেন। দ্বিতীয় সেশনে অগ্রণী ব্যাঙ্কের কমপিউটার ডিভিশন-এর প্রধান এবং ডিজিএম মোঃ এরশাদ একটি প্রতিষ্ঠানের কমপিউটার বিভাগের গঠন প্রক্রিয়ার উপর বিস্তৃত আলোচনা করেন। তিনি তার নিবন্ধে বলেন একটি প্রতিষ্ঠানে কমপিউটার বিভাগ চালু করতে গেলে প্রথমে নির্ধারণ করতে হবে সেখানে কোন ধরনের কাজে কমপিউটার ব্যবহার করা প্রয়োজন এবং কাজের ব্যাপকতা। এই তথ্যগুলোর উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট পরিমাণ হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সংগ্রহ করতে হবে। এদেশের ভেন্ডাররা অর্ডার পাওয়ার পর বিদেশ থেকে যাবতীয় কমপিউটার সামগ্রী সংগ্রহ করতে উদ্যত হয়। তাই হাতে সময় রেখেই অর্ডার দেয়া উচিত। মোঃ এরশাদ একটি কমপিউটার বিভাগের বিভিন্ন শাখার কাজগুলো যেমন সিস্টেম এ্যানালিসিস ও প্রোগ্রামিং, কমপিউটার অপারেশন, ডাটা এনকোডিং, ডাটা কন্ট্রোল ইত্যাদির ব্যাখ্যা দেন। সেই সঙ্গে তিনি ঐ বিভাগের বিভিন্ন কুশলীদের যেমন ইডিপি ম্যানেজার, সিস্টেম এ্যানালিষ্ট, প্রোগ্রামার, অপারেশন ম্যানেজার কমপিউটার অপারেটর, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ইত্যাদির দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করেন।

সেশনের দ্বিতীয় বক্তা ছিলেন আইইউবিএটির ফ্যাকাল্টির সদস্য গোলাম মওলা। তার নিবন্ধে ছিল একটি কমপিউটার বিভাগ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কমপিউটার কুশলীদের সংগ্রহ, নির্বাচন ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাবলীর বর্ণনা। গোলাম মওলা বলেন, যেহেতু চাকুরীর বাজারে কমপিউটার কুশলীদের বিরাট চাহিদা রয়েছে তাই একটি কমপিউটার সেন্টার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষকে সজাগ থাকতে হবে যেন সেন্টারটি সবকর্মী তাদের সম্মানি এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধায় সন্তুষ্ট থাকে। কারণ কোন দক্ষ কমপিউটার কুশলী কোন প্রতিষ্ঠান থেকে চাকরিচ্যুত হলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অন্য কোন কমপিউটার প্রতিষ্ঠানে চাকরী পেয়ে যায়।

কমপিউটার সেন্টারের জন্য নতুন সিস্টেম এ্যানালিষ্ট ও প্রোগ্রামার সংগ্রহের ক্ষেত্রে তিনি জোর দেন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে কর্মরত তরুণ ও শিক্ষিত যুবকদের অধিক প্রাধান্য দিতে। কর্মরত প্রতিষ্ঠানের কাজের ধারা সম্পর্কে অবগত থাকার ফলে কিছু প্রয়োজনীয় ট্রেনিং দিয়ে দিলে তারা অল্প সময়ের মধ্যেই ঐ সেন্টারের দক্ষ কমপিউটার কুশলী হয়ে উঠবে। একই প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের টাইপিষ্টদের মধ্য থেকে বাছাই করে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে কমপিউটার সেন্টারের জন্য কমপিউটার অপারেটর বানিয়ে নেওয়া উক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য লাভজনক হবে।

সেমিনারের তৃতীয় সেশনে দুটি নিবন্ধ উপস্থাপিত

J.Ar-1(Aug);Disk=LC

হয়। নিবন্ধ দুটির শিরোনাম ছিল Controlling Computer Abuse : A systems Approach এবং The Computer Centers- Their changing mission and strategy to manage them. দুটো নিবন্ধই গোলাম মওলা উপস্থাপন করেন। কমপিউটার এবিউজ বা অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ শীর্ষক নিবন্ধে গোলাম মওলা উল্লেখ করেন যে একটি কমপিউটার সিস্টেমকে একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সঠিকভাবে সমন্বিত করার ব্যাপারে উপযুক্ত, হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও কুশলীদের উপস্থিতির সঙ্গে একটি দক্ষ ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থাও থাকা বাঞ্ছনীয়। উন্নয়নশীলগুলোতে বর্তমানে কমপিউটারের অপব্যবহার একটি মারাত্মক ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের দেশের কমপিউটার প্রতিষ্ঠানগুলোতে কমপিউটারে আণ্ডার ইউজ বা অল্প ব্যবহার দুশ্চিন্তার সৃষ্টি করেছে।

যেসব কারণে একটি কমপিউটার সেন্টারের অপব্যবহার বা কাজের বিঘ্ন ঘটে থাকে সে সম্বন্ধে এই নিবন্ধে শ্রোতাদের একটি সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়। একটি কমপিউটার সেন্টারে হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার এবং আনুষঙ্গিক কাজে যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা হয় তার যথার্থ রূপায়নের জন্য কমপিউটার সেন্টারকে অবশ্যই অপব্যবহারমুক্ত রাখতে হবে।

সেমিনারের শেষ নিবন্ধে গোলাম মওলা প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তন ও অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কমপিউটার সেন্টার পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। তিনি উল্লেখ করেন যে এতদিন একটি কেন্দ্রিয় কমপিউটার সেন্টারের যে গুরুত্ব ছিল তা বর্তমানে কমপিউটার ও টেলিকমিউনিকেশনের মধ্যে নিবিড় সম্পর্কের কারণে কমে যাবে কি? বড় সেন্টার পরিচালনার ব্যয় সংকোচনের জন্যে ও বর্তমানে অনেক কমপিউটার বিশেষজ্ঞ ডিসেন্ট্রালাইজেশনের দিকে ঝুঁকে পড়ছেন। তবুও কিছু কাজ থেকে যাবে যেগুলো কেন্দ্রিয়ভাবেই করতে হবে। এখন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে কোন কাজগুলো কেন্দ্রিয়ভাবে বা স্থানীয়ভাবে করা হবে তা নির্ধারণ করে সেভাবে কাজ বণ্টন করার।

কমপিউটার প্রযুক্তি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। তাই কমপিউটার সেন্টারের কুশলীরাও যেন এই পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের পরিবর্তন সম্পর্কে অবগত থেকে তাদের দক্ষতা ও সৃজনশীলতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে কমপিউটার সেন্টারের কর্মক্ষমতার অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে পারেন সে ব্যাপারে সেন্টারের ম্যানেজারকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

সেমিনারের শেষপর্বে সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের আইইউবিএটির পক্ষ থেকে সনদপত্র বিতরণ করা হয়। শিল্প প্রতিমন্ত্রী জনাব লুৎফর রহমান খান প্রধান অতিথি হিসেবে এ পর্বে উপস্থিত ছিলেন এবং অংশগ্রহণকারীদের সনদপত্র বিতরণ করেন। প্রধান অতিথির ভাষণে শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন যে দেশের কমপিউটারের প্রয়োগ বাড়ানোর মাধ্যমে এ খাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ব্যাপারে সরকার সচেষ্ট রয়েছেন। দেশে সফটওয়্যার শিল্প বিকাশের জন্য সরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

সমাপনী ভাষণে আইইউবিএটির ভিসি আলীমুল্লা মিয়ান জানালেন যে মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য তারা এ ধরনের অনুষ্ঠান আগামীতে আরও করবেন।

কমপিউটার সেন্টারের পরিচালনাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেশে এই প্রথম একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হলো। বাংলাদেশ বিমান, অগ্রণী ও জনতা ব্যাঙ্ক, আইসিডিডিআরবি, তিতাস গ্যাসসহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কমপিউটার সেন্টার এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু দেশে আরও অনেক প্রতিষ্ঠানে কমপিউটার সেন্টার আছে। তাই আমরা আশা করব আইইউবিএটিসহ অন্যান্য কমপিউটার ট্রেনিং সেন্টারও প্রয়োজনে আরও বর্ধিত আকারে এধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন। দেশের কমপিউটার সেন্টারগুলোর হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের সুষ্ঠু প্রয়োগ এবং সংশ্লিষ্ট কমপিউটার সফটওয়্যার কুশলীদের যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে বর্তমানে বিরাজমান হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও কমপিউটার কুশলীরাই দেশকে কমপিউটারায়নের পথে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হবেন।

বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল যদি এব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করে তবে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কমপিউটার সেন্টারগুলোর সুষ্ঠু পরিচালনায় আশাব্যঞ্জক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে এবং পরবর্তীতে সরকারী নীতি নির্ধারকরাই বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

p i n p o i n t y o u r c h o i c e

massive PROFESSIONAL PC COMPUTERS

we deserve your desire...

massive COMPUTERS Dial 862856

85/1 New Elephant Road, Zinnat Mansion, 1st floor, Dhaka 1205

y o u r u l t i m a t e s o l u t i o n s

massive COMPUTERS

massive PROFESSIONAL PC COMPUTERS

85/1 New Elephant Road, Zinnat Mansion, 1st floor, Dhaka 1205

UNDERCUT PRICE IS AVAILABLE FOR
386DX-40,(AMD 80386DX-40 Processor)
486 SX-33, 486 DX-33, 486 DX2-66,
486DX4-100MHz
SYSTEM & ACCESSORIES

TOLLFREE ENQUIRY Phone 862856